দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 31 MAR 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

005

আরো চারটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কমিটি দেশের জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে রংপুরে কারমাইকেল কলেজ, বরিশালে বি,এম, কলেজ, ময়মনসিংহে আনন্দমোহন কলেজ ও কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজকে কেন্দ্র করে আরো ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে।

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

৪টি বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

দেশের অধিভুক্ত কলেজসমূহে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার মৌলিক সমস্যা সমাধানকল্পে অধ্যাপক কাজী আবদুল মতিনের নেতৃত্বে গঠিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে অতিসম্প্রতি প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে এই সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

কমিটির সাতটি সুপারিশ হল: (১) দেশের বিদ্যমান ৪টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, যথা--ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাস্তবায়নাধীন ২টি বিশ্ববিদ্যালয়, যথা--খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট অর্থাৎ মোট ৬টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও দেশের জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে কারমাইকেল, বি, এম, আনন্দমোহন এবং ভিক্টোরিয়া কলেজকে কেন্দ্র করে আরো ৪টি নতুন শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়। উল্লেখ্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুধমাত্র শিক্ষা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষা প্রদানের সাথে সাথে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবেও দায়িত্ব পালনের সুপারিশ করা হয়েছে।

(২) উপরে বর্ণিত ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের স্নাতক পর্যায়ের সকল অধিভুক্ত কলেজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর তার আওতাধীন যেকোন কলেজকে অধিভুক্তকরণ বা অধিভুক্ত নাকচ করার সম্পূর্ণ কার্যকরী ক্ষমতা থাকবে।

(৩) উল্লেখিত ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় শুরুতে তার অধিভুক্ত কয়েকটি কলেজের উন্নয়নের সামগ্রিক একাডেমিক ও ভৌত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে অংগীভূত কলেজ হিসাবে গ্রহণ করবে। এসব অংগীভূত কলেজকে কালক্রমে ডিগ্রী প্রদানকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হবে।

(৪) এ সকল অংগীভূত কলেজ ডিগ্রী প্রদানকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিণত হওয়ার পর তারা সংশ্লিষ্ট এলাকায় আরো কয়েকটি কলেজের একাডেমিক ও বাস্তব উন্নয়নের সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

(৫) অংগীভূত কলেজের একাডেমিক মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে। ক্রমান্বয়ে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোন কলেজ স্বীকৃতিলাভের সাথে সাথে বর্তমানে প্রচলিত দ্বৈত শাসনের বিলুপ্তি হবে।

(৬) বর্তমানে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যে ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে আসছে তা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অঙ্গীভূত কলেজ পর্যায়ে (সম্ভব হলে অধিভুক্ত কলেজ পর্যায় পর্যন্ত) সমভাবে পালন করতে হবে।

(৭) সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার বিস্তার এবং বিশেষভাবে কর্মজীবীদের তাদের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে পারে।